



বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



৯ কার্তিক ১৪৩৩। মঙ্গলবার ২৭ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১৮ সংখ্যা ১৮পাতা

সৌদির পাশে
দাঁড়ানোয় মিশরের
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ
ঘোষণা হাউথিদের!



কেন্দ্রের নয়া আইনে
ডিজিটাল মিডিয়ায়
হস্তক্ষেপ? সুপ্রিম কোর্টে
২১ সংবাদমাধ্যম

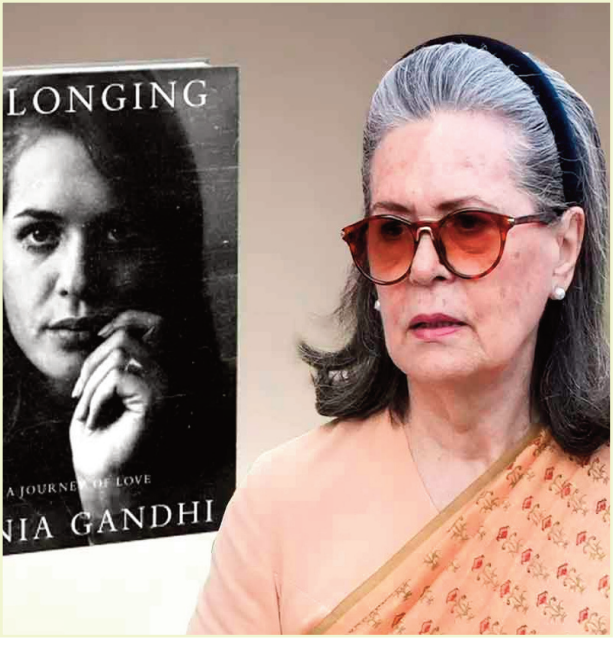


কুণালের বাড়িতে পুলিশ,
বিধায়কের ফেসবুক পোস্ট
নিয়ে মামলা, ৪ দিনের
মধ্যে হাজিরার নির্দেশ



‘আমার বই বেরোলে তামাশা হবে’

রাজীবের প্রধানমন্ত্রিত্ব
নিয়ে বিস্ফোরক সোনিয়া



নয়া জামানা : তাঁর বই প্রকাশিত হলেই তামাশা শুরু হবে। আত্মজীবনী প্রকাশের আগে বিস্ফোরক কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলছেন, ওই বইটিতে তাঁর নিজের গল্প রয়েছে। যে গল্প পড়ার পর অনেকেরই তাঁর সম্পর্কে ধারণা বদলে যেতে পারে। সোনিয়া দাবি করেছেন, রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও নাকি তীব্র বিরোধী ছিলেন তিনি। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে বসায় কংগ্রেস। শোনা যায়, সেসময় রাজীবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আপত্তি ছিল তাঁর পরিবারের সদস্যদেরই। সেটা এবার প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিলেন সোনিয়া। তিনি বলেন, রাজীবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা বলা হলে তিনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। যদিও ওই পর্বের পুরোটা বলতে চাননি সোনিয়া। তাঁর বক্তব্য, ‘এখনই এ নিয়ে বিস্তারিত বলা ঠিক হবে না।’ তবে সোনিয়া ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হলে জনমানসে চর্চা হবে। সেই চর্চাকে ‘তামাশা’ বলে অবহিত

করেছেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন। সোনিয়া বলছেন, তামাকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু ভাবেন, অনেক কিছু বলেন। যার অনেকটাই সত্যি নয়। আবার অনেকটাই অতিরঞ্জিত। বহু তথ্যই সঠিক নয়। কোথাও বানিয়ে লেখা, কোথাও বাড়িয়ে লেখা। এবার সেসব কাহিনীর নিজের সংস্করণ তুলে ধরতে চান কংগ্রেস নেত্রী। যদিও এই বইটিকে তাঁর নিজের সংস্করণের থেকে নিজের গল্প হিসাবে তুলে ধরতেই স্বচ্ছন্দ সোনিয়া। তিনি বলছেন, এই ধরনের বই বেরলে তামাশা হয়। তাঁর গল্পও সেটার ব্যতিক্রম হবে না। সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং আ জার্নি অব লভ’ প্রকাশিত হবে আগামী ১০ নভেম্বর।

পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস নামের প্রকাশনা সংস্থা ওই বইটি প্রকাশ করতে অস্বীকার করলেও নয়া প্রকাশক জোগাড় করে ফেলেছেন সোনিয়া। ওই বইটি এবার প্রকাশ করবে হার্পার কলিন্স ইন্ডিয়া। ওই বইয়েই ইটালির ছোট শহরে কাটানো শৈশব, কেমব্রিজে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম, এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিবারে প্রবেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও পারেন

দলবদল নিয়ে শুভেন্দুর পাশেই দিলীপ!

নয়া জামানা : দলবদল বিজেপির অন্দরে নানামত। কেউ তৃণমূলত্যাগীদের দলে নেওয়ার প্রবল বিরোধী। কেউ আবার ভুল সংশোধন করে নিতে আগ্রহী। এসবের মাঝে মঙ্গলবার দিলীপ বুঝিয়ে দিলেন, কোনও দল থেকেই বিজেপিতে আসতে চাইলে তাতে আপত্তির কোনও কারণ নেই। দিলীপ বলেন, রাজনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন। তবে যাঁরা আসছেন দেখতে হবে তাঁরা বিজেপির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবেন কি না। এসব ঠিক করার বিষয় পার্টির সামনেই পুরজোট। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তৃণমূলের একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে। সম্ভবত টিকিটও পাবেন তাঁরা। এদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘নো এন্ট্রি’। এদিকে তার সুরে সুর মিলিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও। তবে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের কথায়, পুরসভা পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সে কারণে পুরসভার কাজ সম্পর্কে গভীর ধারণা রয়েছে, এরকম



লোকজনকে দলে নিয়ে প্রার্থী করা যেতেই পারে। এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে তাঁরা তৃণমূলত্যাগীদের নেওয়ার পক্ষেই। মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ বলেন, রাজনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আদৌ তাঁরা

বিজেপির মতো দলে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, সেটা দেখার বিষয় তা মনে করিয়ে দিয়েছেন দিলীপ। তিনি বলেন, তাঁরা আসছেন দেখতে হবে তাঁরা বিজেপির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবেন কি না। এসব ঠিক করার বিষয় পার্টির। এতেই স্পষ্ট শমীক ও সুকান্তের সঙ্গে দিলীপের মত পার্থক্য।

কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

দিল্লিতে বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা : দিল্লিতে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলাকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টারপ্লানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। গঙ্গা ভাঙন রোধে দিল্লিতে বৈঠক করলেন মুখ্য মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলাকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টারপ্লানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। আইটিআই কানপুর ও আইটিআই রুড়কি পরিকল্পনা

তৈরি করবে। ১২টি স্পার তৈরি করা হবে। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও। গঙ্গার ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং নদীখাতে পলি তোলার কাজ-সহ একাধিক বিষয়ে বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে। দেশের শীর্ষ আইটিআই কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও



মালদহে গঙ্গার ব্যাপক ভাঙন চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। এবছরের বর্ষা কালিয়াচকের ভূতনিচর ভয়াবহ বন্যা দেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী পূজোর আগে সেখানে গিয়ে একাধিক ‘উপহার’ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল মালদহে গিয়ে

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর বঙ্গে ফিরছেন মুখ্য মন্ত্রী। উল্লেখ্য, চলতি আর্থিক বছরে ঘাটাল মাস্টার প্লানের কাজের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ করার কথা। ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের স্থানীয় বিধায়কদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে।





২৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

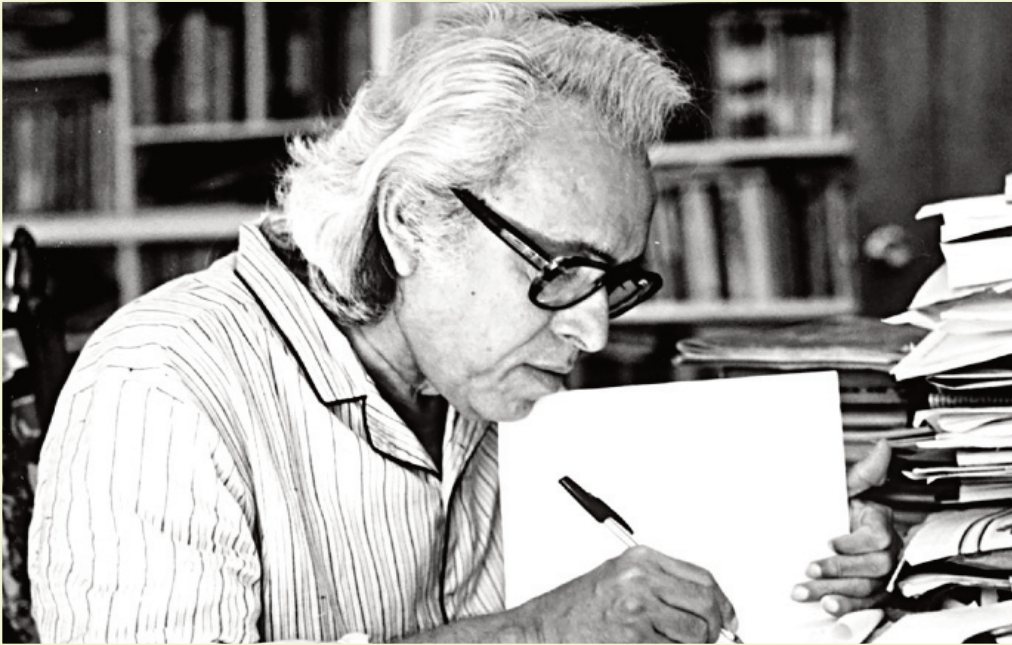
তাহাদের কথা

নয়া জামানা

শামসুর রাহমান

কবিতায় প্রেম ও রোমান্টিকতা

আরিফ চৌধুরী



মানব মনের দুর্মর এক অনুভূতির নাম প্রেম। মানবিক চেতনায় নর নারীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার ঈঙ্গিত চেতনা জাগরুক থাকলেও প্রেমের সঙ্গে মন ও সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক কাল থেকে কালে মনোজগতে পরিক্রমায় ভিন্ন পরিবেশগত রূপান্তরে অন্তহীন প্রকাশ ঘটে নিত্য। যা মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। মানুষের জীবনধারণ ও জীবনযাপনের নানা বেদনাবোধ বাক প্রতিমায় কবিকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। প্রেমের ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, শঙ্কা, প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে ও কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা কবিতায় প্রেম ও প্রেমের অনুভূতিকে কবি নিজের মধ্যে অজান্তে মগ্ন হয়ে ওঠেন বিশেষত নর-নারীর তীব্র ও গভীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার গভীরতায়। তবুও প্রেমানুভূতির গভীর ও ব্যাপ্ত প্রেমের সীমাবদ্ধতা থেকে কবিতাকে মুক্ত করে অনুভূতির তাড়নায় সার্বজনীন করে তুলতে পারেন। বাংলা কবিতায় মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে প্রেম তার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ নিয়ে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বহুবিধ প্রকাশ পাঠককে রীতিমত অবাক করে তুলে। তাই নতুনত্বের প্রকাশে আধুনিক চেতনা ও বাস্তবতার নিরিখে প্রেমের কবিতাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নতুনত্বের ছোঁয়ায় কবির ব্যক্তিক যন্ত্রণা ও যুগ যন্ত্রণাকে কাটিয়ে মানুষের মনের উপজীব্য করে তোলেন বলেই প্রেমের কবিতা বাংলা সাহিত্যে সার্বজনীনবোধ ও ভিন্নতা অর্জন করেছে। মানুষ নিজেকে খুঁজে পেতে, নিজেকে বিলিয়ে দিতে, নতুন করে বুঝতে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও আর্কষণের পূর্ণতায়। সমকালে প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে সময়ের কবিদের হাত ধরে। যদিও প্রেমের কবিতার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে ভিন্নতা পরিবর্তন যুগে যুগে নতুন যোজনায় মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে গেছে। তিরিশের কবি অমিয় চক্রবর্তী উচ্চারণ করেছেন অকপটে প্রেমের অমিয় বাণী। যেমন

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোন
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনি কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।

চিরন্তন অভিব্যক্তিতে প্রেম, প্রেমানুভূতির প্রকাশ যেন আবরণ ছেড়ে জীবনে জীবনে নতুন হয়ে দেখা দেয়। প্রেমের চিরকালের অস্তিত্বের সঙ্গে যুগে যুগে কবির নিজস্ব চেতনায় ধারণ করে প্রেমের সৌন্দর্যবোধে প্রেমের কবিতাকে করেছেন চিরকালীন আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা, রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক মূল্যবোধ ও চেতনা প্রবাহের ধারক কবি শামসুর রাহমান। কবিতায় জাতীয় আন্দোলন, সংগ্রাম, নাগরিক জীবনের টানা পোড়েন, বেদনাবোধ ছাড়াও সমাজ সচেতন কবিমহিলেন শামসুর রাহমান। তবুও সব চেতনাকে ছাপিয়ে শামসুর রাহমান একজন রোমান্টিক কবি

ছিলেন। তার কবিতায় নারী প্রেম, বেদনাবোধ, রোমান্টিকতার শব্দমালা নিয়ে তিনি সত্য, সুন্দর, মঙ্গলময় কল্যাণকর মানবিক দুঃসময়ের বেদনাবোধকে ধারণ করেছেন প্রেমের কবিতায়। নর-নারীর রোমান্টিক আবহের স্নিগ্ধতায় গীতল কথা ও ছন্দের ধারায় তার কবিতায় এমন কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তা আমাদের প্রধান কবিদের মধ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ সময়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যতাকে মেলানোর একটি আন্তরিক প্রয়াস বিশেষত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের এই প্রয়াস একেবারে স্বতন্ত্র ধারায় পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। প্রেমের কবিতায় একেবারে নতুন ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম বলেই শামসুর রাহমান পরিপূর্ণরূপে প্রেমের কবিতায় নিজের নিজস্বতাকে মননে ধারণ করে তুলতে পেরেছিলেন।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্য কবিতাবলিতে প্রেমের স্বাতন্ত্র্য ও বিষয় বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। নিটোল প্রেমের কবিতায় প্রেমের অনুষন্দের সঙ্গে স্বদেশ ও সমাজ ও নাগরিকবোধ সব সময় উঠে এসেছে। কবি ‘তোমার নীরবতার কাছে’ কবিতায় বলেছেন-

‘বুকের চুঁড়ায় আকাঙ্ক্ষার চন্দ্রোদয়, শতবার
তোমার ওষেঠের কাছে নত হয়ে দেবদূত কত
তোমার নিঃশ্বাসে গলে যায় কত প্রাচীন মিনার
তোমার গোপন হৃদ টোটে রাখে শিল্পের
সারস। (তোমার নীরবতার কাছে- প্রেমের
কবিতা)। নারীর কাছে আকৃতি, নারীর ওষ্ঠের
কাছে, নারীর শরীরী নিশ্বাসে নত হয়ে যাওয়া
সব দ্বিধার প্রাচীর, নারীর প্রতি। দুর্বলতার
বহিঃপ্রকাশ কবিতাকে আলোড়িত করেছে।
নিটোল প্রেম ও নারীর ঠোঁটের কাছে নতজানু
মানবিকতা যেন জগ্ৰত করে নতুন চেতনায়।
প্রেমের বিচ্ছিন্নতাবোধ কবির চেতনাকে নত

করে নতুন আবেগের স্পর্শতায়, বিচ্ছেদের বেদনাবোধ প্রেমিক মনে নতুন করে চেতনা জাগায়, হাহাকার করে তোলে। তেমনি এক কবিতায় বেদনাবোধের জাগরণ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন

তোমাকে না দেখে কাঁটে দিন, কাঁটে আর কত
রাত্রির ফুরোয় নিজা হীন। শবযাত্রীর মতো
স্মৃতি ক্লান্ত পায় আসে, হাতে কিছু বিবর্ণ
গোলাপ।

হঠাৎ কখনো যদি ডায়াল ঘোরাই টেলিফোনে
একটানা বেজে চলে, ওপারের নীরবতা বড়
অত্যাচারী

দিন যায়, রাত কাটে তোমাকে না দেখে।
(তোমাকে না দেখে, প্রেমের কবিতা সমগ্র)

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু একটু করে এগিয়ে যায় নতুন চেতনায়, নতুন সম্ভাবনায়। বর্তমানে বাংলাদেশের কবিদের মধ্য এক ধরনের নতুন কবিতা লেখার প্রবণতা তৈরি হয়, সব দশকের কবিরাই নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কবিদের লেখায় প্রেম ও একটি নতুন অনুষঙ্গ নিয়ে নতুন মাত্রায় ধরা দেয়। কবি শামসুর রাহমান ও তার কবিতায় তেমনি একজন ছিলেন। তিনি মৌলিকতায় রাজনীতির সঙ্গে প্রেমকে অনুষঙ্গ করে এক ধরনের নিজস্বতায় কবিতা লেখার প্রয়াস থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ণ প্রেমের কবিতা নির্মাণে নিজেকে মনোনিবেশ করেন। সংকটাপূর্ণ দোশের নতুন পদধ্বনিতে শামসুর রাহমান রাজনীতির সঙ্গে প্রেমের প্রকাশ নির্মোহ চিত্রে উচ্চারণ করেছেন।

তুমি বলেছিলে কবিতায় কবি বলেছেন-
আমাকে বাঁচাও এ বর্বর আগুন থেকে
আমাকে বাঁচাও,
আমাকে লুকিয়ে ফেল চোখের পাতায়
বুকের অতলে কিংবা একান্ত পাঁজরে
আমাকে নিমেষে শুয়ে নাও চুষনে চুষনে।
(তুমি বলেছিলে- প্রেমের কবিতা সমগ্র)

কবি শামসুর রাহমান নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নারীর প্রতি প্রেমের প্রকাশভঙ্গি কবিতায় রূপায়ণ করেছেন চিরাচরিত রোমান্টিক ধারার বিপরিতে নিজের মতো করে রূপায়ণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রেমের নৈতিক মূল্যবোধও আধুনিক কবিতার জীবনধারাকে যেখানে আয়ত্ব করুক না কেন প্রেম নিজেই হচ্ছে এক লক্ষ্যবিন্দু, যে বস্তুর মূল্যমানের উর্ধ্বের কল্যাণকর দিক নিজের মধ্য নিহিত রয়েছে। যেমন

এই দ্যাখো আজ জোছনারাত
বাগানের সবচে’ সুন্দর গোলাপটি
দিলাম তোমার হাতে
‘যতই আনো না কেন’ বললে তুমি,’ গোলাপ
বকুল
অথবা রজনীগন্ধা, বৃথা সবই,
আমি তো চাইনে কোন ফুল,
তা হলে কী চাও তুমি? বলো তো কী ছাই-
পাশ পেলে হও খুশি? বললে মৃদু স্বরে,
‘ শুধুই তোমাকে চাই’।

(কথোপকথন- প্রেমের কবিতা সমগ্র)

মানব মানবীর সম্পর্কের সন্ধান প্রেম মানব-
মানবীর ভাবালোক, বিশ্বাস, কবিতায় মর্মে
মর্মে উপলব্ধি করেছেন শামসুর রাহমান।
কবিতায় নতুনভাবে বিষয় ও শব্দের আলোয়
তিনি শ্যামল স্নিগ্ধতা কবিতায় ধ্বনিত
করেছেন কণ্ঠস্বরকে। পাঠকের চেতনাকে
স্পর্শ করে তার কবিতায় বেদনাবোধ
আলোড়িত করে তোলে। সুন্দর নিঃসঙ্গের
মতো কবি কবিতায় প্রেমের প্রভা ছড়িয়ে দেন
কবি। যেমন

কতকাল ধরে কণ্ঠে তোমার মেয়ে
বইয়ে দিয়েছে চকিত বর্ণাধারা
যেন শীতল প্রহরে পেয়েছে ফিরে
প্রাণের শিরণ মৃত পুষ্পের চারা
কী করে তোমার রূপ বর্ণনা করি
তোমার দু’চোখ কি সুন্দর ভাবি।
স্তনের ডোল স্বর্গের উদ্ভাস

সোনালী চুঁড়ায় আমার কি আছে দাবী।
(কতকাল পরে- প্রেমের কবিতা সমগ্র)।

নারীর প্রেম ও সৌন্দর্য বর্ণনায় অনুভবে, নারীর প্রেমের বিস্তার স্বকীয় সত্তায় উচ্চারণ করেছেন নতুন দৃষ্টিতে। শামসুর রাহমানের প্রেম অনেকটা রক্ত মাংসের সংস্পর্শে না পেলেও অস্থিরতা ছড়িয়েছে হাহাকার ও অস্থিরতা তার মনকে করেছে উদ্বেল। কবির কোনো কোনো প্রেমের কবিতায় স্থিরতার বদলে অস্থিরতা বোধ হলেও কামনার রঙে রাঙিয়ে দয়িতার শরীর জ্বলে ওঠেনি। কবি বলেছেন

তোমার সান্নিধ্যে কিংবা তুমি হীনতায় কাটে
বেলা

পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ সৈনিক যেমন কম্পিত
হাতে

রণ-ক্লান্ত ঠোঁটে রাখে শেষ সিগারেট
তেমনি আঁকড়ে ধরি একটি দিন আর ভাবি
সহসা তোমাকে হারানোর দুঃখ যেনো, হে
মহিলা

কখনো না পাই।

কবি মিলনের কবি, কবি বিরহ ও বিচ্ছেদের কবি। হাহাকার ভরা বিচ্ছেদের মাঝে বাজে প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের অভিসার। কবির কবিতায় প্রেমের নানা মাত্রার বিচ্ছুরণ আছে। শরীরী প্রেম নয়, দয়িতার শরীর সংহার করার মৌল শক্তি কবি উচ্চারণ করেছেন কৌশলী শব্দের মালায়।

‘হয়তো স্নান ঘরে নিজেকে দেখছো অনাবৃত
জালিলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি ভেজা নর্তকীর মতো
গাছটিকে তীর দেখছিলাম তখন।
সাবানে ঘষছো তুমি বগলের সবুজ ভূমি
খালার মতো স্তন নাভিমূলে উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড, কী মনজুল।

প্রেমিকের শরীরের বর্ণনায় হৃদয়বেগের কামনা বাসনায় প্রেমের পথ খুঁজে পায় কবির মন। কবিকে প্রেমিকের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করার শক্তি সন্ধান করে নিতে হয়। তাইতো হাসপাতালে বেডে শুয়ে কবি উচ্চারণ করেছেন

‘কতকাল ছুঁই না তোমাকে।
কতকাল তোমার অধর থেকে আমার তুষা
ওষ্ঠ বিচ্ছিন্ন এবং কাঁপে তোমার স্তন
বনকপোতীর মতো থরো থরো আমার
মুঠোয়।

আমার নিশ্বাসে নেই বিষ
স্পর্শে যার গেলাপের বুকে
ছড়িয়ে পড়বে কীট।

(হাসপাতালের বেডে শুয়ে- প্রেমের কবিতা সমগ্র)।

কবি শামসুর রাহমান রোমান্টিক মানসে প্রেমের কবিতায় নান্দনিক বিভা ফেলে এগিয়েছেন। তার প্রেমের কবিতায় জীবন ও প্রেমের সৌন্দর্য, প্রিয়তমার বিচ্ছেদের কাতরতা, শূন্যতাবোধ, সব কিছু ছাপিয়ে স্নিগ্ধতাবোধ, চিরায়ত শিল্পবোধ, শব্দের সুললিত ধ্বনি, প্রেমের কবিতাকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। তাই তো সার্থক প্রেমের কবিতায় কবি কৌশলী শব্দের রূপকার। তার প্রেম নির্ভরশীল কবিতা স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, থাকবে সবসময়।



২৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

অস্বস্তিতে বঙ্গ সিপিএম

দিল্লিতে ইন্ডি জোটে নতুন সমীকরণ। বঙ্গ নেতাদের অন্ধকারে রেখেই কাছাকাছি কেরল সিপিএম ও তৃণমূল। বাংলায় বিজেপি বিরোধিতার স্বার্থে রাজনীতির দুই মেরুতে থাকা দুই দলের নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা অস্বস্তিতে ফেলেছে আলিমুদ্দিনকে। দিল্লির রাজনীতিতে জন্ম নেওয়া নয়া সমীকরণ নিয়ে কানায়ুসো শুরু হতেই আপত্তি জানিয়েছে বঙ্গ সিপিএমের কমরেডরা। রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে ‘না’ জানিয়ে দিয়েছে আলিমুদ্দিন। তবে দিল্লিতে তৈরি হওয়া নতুন সমীকরণের কথা বঙ্গ সিপিএমকে জানানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন তুলেছে আলিমুদ্দিন। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বলে কিছু নেই। গণতন্ত্রে দলের স্বার্থই শেষ কথা। কিন্তু যে

তৃণমূলের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে লড়াই চালাচ্ছে বামেরা, সেই দলের সঙ্গেই সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। আর তা নিয়েই অস্বস্তি বাড়ছে বঙ্গ সিপিএমের অন্দরে। প্রশ্ন উঠছে, দিল্লির রাজনীতির স্বার্থেই কি বাংলায় নিজেদের অবস্থান বদলাতে পারে সিপিএম। সেই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে আলিমুদ্দিনের অন্দরে। যদিও দিল্লির ক্ষমতার অলিঙ্গিত গড়ে ওঠা নয়া সমীকরণে আপত্তি জানিয়েছে বঙ্গ সিপিএম। এক সময় সিপিএমের বঙ্গ নেতৃত্বের সঙ্গে কেরল শিবিরের বিরোধ ছিল মূলত দলের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়ে। এখন সেই সমীকরণে যোগ হয়েছে তৃণমূলের সংসদীয় নেতৃত্বের একাংশ। দিল্লিতে



কেরল-ঘনিষ্ঠ সিপিএম নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়ান ও মল্লয়া মৈত্রের যোগাযোগ ঘিরে নতুন জল্পনা তৈরি

হয়েছে। বাংলায় সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে কোনও সমঝোতার পথ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা। মমতা-ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতাদের একাংশও এই উদ্যোগে যুক্ত বলে দলীয় সূত্রের দাবি। এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির লেখা চিঠি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, আলিমুদ্দিন স্টিটের সঙ্গে আগাম আলোচনা না করেই ওই চিঠি পাঠানো হয়েছিল। রাজ্য নেতৃত্বের একাংশও বিষয়টি আগে থেকে জানতেন না বলে খবর। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বঙ্গ সিপিএমকে অন্ধকারে রেখেই কি দিল্লিতে নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি

চেষ্টা চলছে? সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক পলিটব্যুরো বৈঠকে তৃণমূলের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন বঙ্গ সিপিএমের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, এত দিন ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে আন্দোলন করেছে বামেরা। সেই দলের সঙ্গেই সমঝোতা হলে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। বামেরাদের এত দিনের আন্দোলনও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। রাজ্য নেতৃত্বের আশঙ্কা, তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে বাম কর্মী-সমর্থকদের একাংশের আস্থা নষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে, বামেরাদের ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে তৃণমূলও নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সুযোগ পেতে পারে।

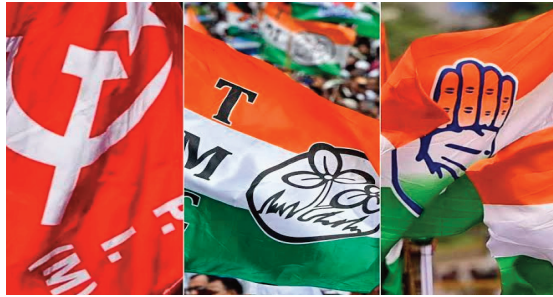
পুরভোটে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট সম্ভাবনা ওড়ালেন শমীক



পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়ে আমরা দুই-তৃতীয়াংশে আসনে জয়ী হয়েছি। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে সরকার চলছে। নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে লাভ নেই। বিজেপি বিজেপির মতো আছে। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। এ’ভাবেই আসন্ন পুর নির্বাচনে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট সম্ভাবনা ওড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পুরভোটে বিজেপি এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট বাঁধবে কিনা তা নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজ্য-রাজনীতিতে। যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, পুরভোটে একাই লড়বে বিজেপি। তবে, লক্ষ্মীপুজোর দিন এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী যেতেই বিজেপি-এনসিপিআই জোট নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। কিন্তু, সেই জল্পনায় জল ঢেলে দলের অবস্থান কী, তা জানিয়ে দিলেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে আবারও স্পষ্ট ইঙ্গিত যে পুরভোটে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট বাঁধবে না বিজেপি। শমীক আরও বলেন, ‘বিজেপিতে তো সারাজীবন একাই লড়ে এসছে। আমরা যখন এই রাজনৈতিক দল করা শুরু করি, তখন থেকে ভোটের শতাংশ এক শতাংশের নীচে। বিজেপির ইতিহাস সংঘর্ষের ইতিহাস। কংগ্রেসীদের হাতে শ্যামাপ্রসাদের রক্ত লেগে রয়েছে। সেই হাত ধরতে গেলে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।’ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলররা ড্রপবক্সে আবেদন করলে সেক্ষেত্রে আপনারা তাঁদের টিকিট দেননি? সাংবাদিকের এই প্রশ্নেরই উত্তর দেন শমীক। বলেন, ‘কেউ যদি ড্রপ বক্সে বাঁপ মারে তখন তো দেখতে হবে হাত-পা ঠিক আছে কি না। শরীর ঠিক আছে কি না। মাথায় চোট আছে কিনা। তারপর তো এইসব প্রশ্ন আসবে।’ তবে, কি বকলমে বিজেপি নেতা বোঝাতে চাইলেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও তৃণমূলের জায়গা নেই বিজেপিতে? জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ড্রপবক্স নিয়েও কার্যত মুখ খুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কাদের প্রার্থী করা হবে, তাও একপ্রকার ঠিক হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। এ দিন একটু মজার ছিলেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘যা যা দেখার আমরা দেখে নিয়েছি। আরও কিছু দেখব। আর আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে খবর দেওয়ার জন্য ড্রপ বক্স তৈরি করতে হয়। যেটা হওয়ার স্টো হয়ে আছে।’

পুরভোট পিছনোর দাবিতে বিরোধী শিবিরে বিরল সমন্বয় কমিশনে তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসের চিঠি

পুরভোটের আগে ভোটের তালিকা নিয়ে নতুন চাপ তৈরি হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর। এসআইআর- সংক্রান্ত আবেদনগুলির নিষ্পত্তি এবং ভোটের তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের পুরসভাগুলিতে নির্বাচন না করার দাবি জানিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস। কয়েকটি নাগরিক সংগঠনও রয়েছে এই আবেদনে। রাজনীতির ময়দানে পরস্পরের বিরোধী তিন দলের একই দাবিতে একসঙ্গে আসার ঘটনাই এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় দিক। যৌথ চিঠিতে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সেই করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভোটের তালিকা নিয়ে যে সব আপত্তি ও দাবি এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায়, সেগুলির ফয়সালা না করে পুরভোট হলে বহু বৈধ ভোটের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যেতে পারেন। চিঠিতে এসআইআর আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন মামলার সংখ্যাকেও সামনে আনা হয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, কলকাতায় প্রায় ১.২ লক্ষ এবং হাওড়ায় প্রায় ৩৯ হাজার আবেদন এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এই



আবেদনগুলির ফল প্রকাশের আগেই ভোট হলে যাঁদের নাম ফের তালিকায় ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁরাও ভোট দিতে পারবেন না বলে আশঙ্কা বিরোধীদের। তাঁদের যুক্তি, এসআইআর-এর সময় নাম বাদ যাওয়ার পরে সংশোধনের মাধ্যমে ভোটের তালিকায় ফেরার সুযোগ না দিয়েই নির্বাচন করা হলে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের ভোটাধিকার কার্যত দ্বিতীয় বার বাধাগ্রস্ত হবে। তাই ভোটের দিন ঘোষণার আগে তালিকা সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এসএসআর-এর সময়সূচিও। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশের কথা ২০২৭ সালের ৪ জানুয়ারি। যৌথ আবেদনে তাই বলা

হয়েছে, ওই তারিখের আগে কলকাতা, হাওড়া বা অন্য কোনও পুরসভায় ভোট না করা হোক। শুধু নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদনেই থামেনি চিঠি। এসআইআর নিয়ে ট্রাইব্যুনালে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের দাবি বৈধ বলে স্বীকৃত হবে, তাঁদের নাম সংশ্লিষ্ট পুরসভার ভোটের তালিকায় যুক্ত করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তার আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের আর্জিও জানানো হয়েছে। পুরভোটের প্রস্তুতির মধ্যেই এই যৌথ উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনের সামনে এখন দু’টি প্রশ্ন পাশাপাশি; কবে ভোট হবে এবং সেই ভোটে কারা ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। আর সেই প্রশ্নেই বহু দিনের রাজনৈতিক দুরত্ব ভুলে একই দাবিতে সেই করল তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস।

সমাজমাধ্যমে পোস্ট ঘিরে দুই গ্রেপ্তার

এক জনের নিশানায় শুভেন্দু, অন্য ঘটনায় ধর্মীয় কনটেন্ট

সমাজমাধ্যমে কী পোস্ট করা হচ্ছে, তা নিয়ে পুলিশের নজরদারি আরও কড়া হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রায় একই সময়ে দু’টি পৃথক ঘটনায় দুই যুবকের গ্রেপ্তারি সেই বার্তাই সামনে আনল। এক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিজেপি নেতাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য ও বিশ্রাস্তিক তথ্য ছড়ানোর। অন্য জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ধর্মীয় বিষয় এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশের। নাগেরবাজারের ঘটনায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন আকাশ সরকার। অভিযোগ, তাঁর সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে লক্ষ্য করে একাধিক অশালীন মন্তব্য করা হয়েছিল। বঙ্গ বিজেপির আরও কয়েক জন নেতাকে নিয়েও মিথ্যা বা বিশ্রাস্তিক তথ্য প্রচারের অভিযোগ রয়েছে। এই নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সোমবার আকাশকে গ্রেপ্তার করে বারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারীদের নজরে এখন শুধু ওই পোস্টগুলি নয়, তার পিছনে কারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কি না, সেটিও। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে পোস্ট, নাকি পরিকল্পিত কোনও প্রচারের অংশ; দুই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দাঁতনে অবশ্য অভিযোগের ধরন অন্য। সুরজিৎ শী নামে ধৃত যুবক কনটেন্ট তৈরি করতেন। ‘কোর বাংলা জনকণ্ঠ’ নামে তাঁর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। অভিযোগ, সেখানে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ও আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশের অভিযোগও উঠেছে। স্থানীয় কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে দাঁতন থানার পুলিশ শনিবার রাতে সুরজিৎকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার আদালতে পেশ করা হলে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। দু’টি মামলায় অভিযোগের বিষয় এক নয়।

খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির মিছিল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ তুলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কলকাতার রাজপথে নামল বিজেপি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার মহানগরে মিছিলের পাশাপাশি তাঁর কুশপুতুলও দাহ করেন বিজেপি কর্মীরা। খাড়গের নিঃশর্ত ক্ষমার দাবিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন এসপ্লানেডের ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মিছিল। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিউ ও ধর্মতলা চত্বরেও বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। খাড়গের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর মন্তব্যকে প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদার প্রতি অসম্মান বলে দাবি

করেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিতর্কের সূত্রপাত বিহারে একটি অনুষ্ঠানে খাড়গের বক্তব্যকে ঘিরে। সেখানে এক দর্শকের মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রয়াত বাবাকে নিয়ে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি। সেই বক্তব্যের পরেই বিজেপির তরফে দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। কলকাতার কর্মসূচিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তাঁর অভিযোগ, খাড়গের বক্তব্য দেশের মানুষের আবেগে আঘাত করেছে। তাঁর বক্তব্য, এত বড় বিতর্কের পরেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়নি। মোদীর নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি দেখে বিরোধীরা হতাশ বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, সেই হতাশারই

প্রতিফলন এই ধরনের মন্তব্য। বিষয়টি নিয়ে সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও। ব্যক্তিগত আক্রমণের বদলে প্রধানমন্ত্রীর কাজ নিয়ে রাজনৈতিক সমালোচনা করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। একই সঙ্গে মোদীর পরিবারকে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে টেনে আনার বিরোধিতা করেন শমীক। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গও তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর প্রশ্ন, সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান কংগ্রেসের রাজনৈতিক আচরণের কতটা মিল রয়েছে। বারবার নির্বাচনে পরাজয়ের কারণে কংগ্রেস নেতৃত্ব হতাশ হয়ে পড়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।



সম্পাদকীয়

২৭ অক্টোবর ২০২৬ ১১ মঙ্গলবার

ঘূর্ণির ছায়া

বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব। অভিমুখ অঙ্গপ্রদেশের উপকূলের দিকে হলেও তার প্রভাবের ছায়া পড়তে চলেছে বাংলার আকাশেও। প্রকৃতির এই অদৃশ্য সীমানাহীনতার সামনে ফের স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি পুরনো সত্য; ঘূর্ণিঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে, তার হিসাব আবহাওয়াবিদরা করতে পারেন, কিন্তু তার প্রভাব কত দূর পর্যন্ত ছড়াবে, তা অনেক সময় আগেভাগে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৮ অক্টোবর বুধবার সকালে অঙ্গপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূলের মাঝে বাপতলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় অর্ণব আছড়ে পড়তে পারে। স্থলভাগে আঘাত হানার সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতি পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। ফলে অঙ্গ উপকূলে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি হয়েছে। কিন্তু বাংলার জন্যও এই ঘূর্ণিঝড়কে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি আঘাত বাংলায় না এলেও তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার পরিস্থিতি আরও বদলাতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এর মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এখানেই প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও দায়িত্ব। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র বাংলার দিকে না থাকায় অনেকেই হয়তো পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় সামান্য অসতর্কতাও কখনও কখনও বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও জলাভূমি সংলগ্ন অঞ্চল এবং দুর্বল পরিকাঠামোর এলাকাগুলিতে আগাম সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুদ্র। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ কোনওভাবেই উপেক্ষা করার মতো নয়। মাছ ধরার একটি দিন হয়তো অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটি প্রাণের মূল্য তার চেয়ে অসীম বেশি। তাই আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা মেনে চলাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ঘূর্ণিঝড়ের আর একটি প্রভাব পড়তে পারে বাংলার তাপমাত্রায়।

বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। ভোর ও রাতের দিকে বাড়তে পারে শীতের আমেজ। সোমবার পুর্নলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার ও বৃহস্পতিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির কাছাকাছি নামতে পারে বলে পূর্বাভাস। অর্থাৎ একদিকে ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্টি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে শীতের দরজায় কড়া নাড়া; বাংলার আবহাওয়ায় যেন একই সঙ্গে দুই ঋতুর টানা পড়েন।

তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কেটে গেলে তাপমাত্রা আবার কিছুটা বাড়তে পারে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফের পারদ নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ আবহাওয়ার এই ওঠানামা আপাতত চলতেই পারে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ জিততে পারে না, কিন্তু প্রকৃতির সংকেত বুঝে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো যায়। ঘূর্ণিঝড় অর্ণব তাই শুধু একটি আবহাওয়াজনিত ঘটনা নয়, এটি আবারও আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে: সতর্কতা, প্রস্তুতি এবং প্রশাসনের সঙ্গে মানুষের সমন্বয়ই দুর্ভোগ মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় শক্তি। বাংলার আকাশে হয়তো অর্ণবের সরাসরি আঘাত নেই। কিন্তু তার ছায়া ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। সেই ছায়ায় ভয় নয়, সচেতনতার চোখে দেখা জরুরি। আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে গুরুত্ব দেওয়া, সমুদ্র থেকে দূরে থাকা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সতর্ক থাকা এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলাই এখন সময়ের দাবি। কারণ ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ বিজ্ঞানীরা মাপতে পারেন, কিন্তু বিপর্যয়ের অভিঘাত কতটা হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে আমরা কতটা প্রস্তুত তার উপর।

পরিবর্তনশীলতা, আধুনিকতা আর সংস্কৃতি

সুমিত্রা সাউ গিরি
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

পরিবর্তনশীলতাই জগতের নিয়ম। পরিবর্তনকেই গ্রহণ করে পরিবর্তনের সঙ্গেই অভ্যস্ত হতে হয়। কিন্তু যে পরিবর্তনে কোন সৃজনশীলতা থাকেনা, কল্যাণদায়ক কিছু হয় না, যে পরিবর্তনে শুধুই উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেয়াড়াপনা, অবাধ্যতা তা নাইবা সমাজকে আচ্ছন্ন করলো! যেকোনো সংস্কৃতি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। নতুন প্রজন্ম তাদের মতো করে আনন্দ প্রকাশ করতে চায় কিন্তু আনন্দের প্রকাশ যখন ঐতিহ্যের অবমাননা করে তখন তা আর প্রাসঙ্গিক থাকে না, কল্যাণকর হয় না। বেশ কয়েকবছর হলো বিশেষ করে এবারে দুর্গাপূজাতে অস্বাভাবিক না হলেও একটু অন্যরকম অনেক কিছুই পরিলক্ষিত হয়েছে, হয়তো আগেও ছিল সেভাবে দেখা হয়নি, চোখে পড়েনি, হয়তো আমরা একটু সেকেলে, আটপোরে তাই হয়তো আমাদের চোখে লাগছে। আধুনিকতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আধুনিকতাকে অস্বীকার করে কোনো সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তবে অন্ধভাবে পশ্চিমী বা বিদেশি সংস্কৃতির অনুকরণ না করে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মূল চেতনাকে টিকিয়ে রেখে আধুনিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ধুনুচি নাচ হল মায়ের সামনে আত্ম নিবেদন। এই ধুনুচি নাচের সঙ্গে পোশাক এবং নাচের তাল লয় ছন্দ বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ধুনুচি নাচ দুর্গা পূজার একটি অত্যন্ত পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক অঙ্গ। অষ্টমীর আরতি বা নবমীর সন্ধ্যার ঢাকের বোলে ধুনোর গন্ধে মাটির ধুনুচি হাতে এই নাচ ভক্তি ও শক্তির প্রতীক। এতে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ ভারসাম্য এবং গাভীর্থ থাকে, যা বাঙালি সংস্কৃতির শালীনতা ও নান্দনিকতাকে ফুটিয়ে তোলে। সিঁদুর খেলাও একটা বিশেষ আচার যেখানে মায়ের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি থাকে। সেখানে শুধু শরীর দেখানো বা খোলা পাঠ বিকৃতভাবে দেখানোই মুখ্য উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত নয়। বড্ড বেমানান লাগে। যে পোশাক আমাদের বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না আমাদের শালীনতার সঙ্গে যায় না সে পোশাকে ধুনুচি নাচে বা সিঁদুর খেলায় নাইবা অংশ নিলাম পোশাক, সাজগোজ স্থান আর পাত্র অনুসারে করাই শ্রেয়।

পূজো উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলো বালমলে মধ্যে মধ্যে বেশ কিছুক্ষেত্রে নাচ গান অঙ্গভঙ্গি আমরা দেখলাম তা বড্ড উগ্রতা



পরিবর্তনশীলতাই জগতের নিয়ম। পরিবর্তনকেই গ্রহণ করে পরিবর্তনের সঙ্গেই অভ্যস্ত হতে হয়। কিন্তু যে পরিবর্তনে কোন সৃজনশীলতা থাকেনা, কল্যাণদায়ক কিছু হয় না, যে পরিবর্তনে শুধুই উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেয়াড়াপনা, অবাধ্যতা তা নাইবা সমাজকে আচ্ছন্ন করলো! যেকোনো সংস্কৃতি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। নতুন প্রজন্ম তাদের মতো করে আনন্দ প্রকাশ করতে চায় কিন্তু আনন্দের প্রকাশ যখন ঐতিহ্যের অবমাননা করে তখন তা আর প্রাসঙ্গিক থাকে না, কল্যাণকর হয় না। বেশ কয়েকবছর হলো বিশেষ করে এবারে দুর্গাপূজাতে অস্বাভাবিক না হলেও একটু অন্যরকম অনেক কিছুই পরিলক্ষিত হয়েছে, হয়তো আগেও ছিল সেভাবে দেখা হয়নি, চোখে পড়েনি, হয়তো আমরা একটু সেকেলে, আটপোরে তাই হয়তো আমাদের চোখে লাগছে। আধুনিকতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আধুনিকতাকে অস্বীকার করে কোনো সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না।

বিকৃত মানসিকতা ছড়াচ্ছে যেন। দুর্গা পূজা তো আমাদের সংস্কৃতি আমাদের আবেগ। শালীনতা বিসর্জন দেওয়া নয়। বাঙালি নারীর শাড়ি তো একটা ঐতিহ্য একটা মর্যাদা কিন্তু অষ্টমী নবমীতে অনেকেই শাড়ি পড়েছেন শাড়ি পরার রীতিটাই শাড়ি

পরার ধরনটা ভদ্র দৃষ্টিকটু বড্ড অশালীন, বেমানান। সেখানে শরীর ঢাকার পরিবর্তে শরীর প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে প্রধান। আসলে যে কোন রুচি ও অভ্যাসের ভিত্তি তৈরি হয় পরিবার থেকে, সুশিক্ষা সুন্দর আচরণ পরিবার থেকেই সুসঙ্গ থেকেই আসে।

নতুন প্রজন্মকে যদি সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয় সঠিকভাবে আমাদের সংস্কৃতি জানানো হয়, শালীনতার পাঠ শেখানো হয় তবে তারা কিন্তু এই অপসংস্কৃতির জালে জড়িয়ে পড়েনা। সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ; যার মধ্যে রয়েছে ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। সংস্কৃতি সদা পরিবর্তনশীল। সময়ের প্রয়োজনে, নতুন ভৌগোলিক বা সামাজিক সংস্পর্শে এসে সংস্কৃতি সব সময়ই পরিবর্তিত হয়।

বাঙালি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কোন পোশাক কোন জায়গায় কোন সময় পরিধান করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের এই প্রজন্মকে ধারণা দেওয়া উচিত। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের মতে এই যে ভাইরাল হওয়ার অন্ধ দৌড় বাঙালি নিজস্ব মার্জিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল আঘাত করছে। সংযমহীনতা, উদ্ভট প্রতিযোগিতা আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। চারিদিকে অবক্ষয়।

সম্পর্কের অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভাষার অবক্ষয়। আধুনিকতা মানে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য পোশাক, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, অশালীন ভাষায় কথা বলা বা সংস্কৃতির বিকৃতি নয়। আধুনিকতা হলো চিন্তার আধুনিকতা। মনে রাখতে হবে, যে গাছের শিকড় যত গভীর, সে গাছ তত বেশি ঝড়ে টিকে থাকে। আধুনিকতা হলো সেই গাছের নতুন পাতা, আর সংস্কৃতি হলো তার শিকড়। পাতা ছাড়া গাছ সুন্দর লাগে না, কিন্তু শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচেনা। আসুন না আমরা সকলে সুস্থ-সংস্কৃতির চর্চা করি। আধুনিকতা মানেই শালীনতাহীনতা নয় আর ঐতিহ্য মানেই সেকেলে হওয়া নয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটা সুন্দর ভারসাম্য তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।





২৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ডুয়ার্সজুড়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে পুলিশের বাইক র্যালি

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : ডুয়ার্সজুড়ে তাক লাগানো উদ্যোগ! জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে ডুয়ার্সজুড়ে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার সকালে বানারহাট থানা থেকে এই র্যালির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি। জাতীয় সংহতির বার্তা প্রচারের পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা, মাদকবিরোধী প্রচার এবং শিশু ও মানব পাচার রোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বানারহাট থেকে শুরু হয়ে র্যালিটি নাগরাকাটা, চালসা, মেটেলি, সামসিং, মিনগাস, ডামডিম ও ওদলাবাড়ি হয়ে ক্রান্তিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পথ নিরাপত্তার বিষয়টিতে বিশেষ



জোর দিয়ে ওদলাবাড়িতে বিনা হেলমেটে বাইক চালকদের হাতে নতুন হেলমেট তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা। তাঁরা জানান, হেলমেট ব্যবহার না করা কতটা বিপজ্জনক এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা কেন জরুরি। পাশাপাশি, জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের সাহায্য পাওয়ার জন্য '১১২' টোল-ফ্রি নম্বর

সম্পর্কেও মানুষকে অবহিত করা হয়। র্যালিতে পুলিশ সুপার ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম পি শ্রীনিবাস ও সৌতম ব্যানার্জি সহ জেলার বিভিন্ন থানার আইসি ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের এই অভিনব উদ্যোগ ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

পূজোর ছুটিতে দিনহাটায় অবাধে বালি ও মাটি লুটের অভিযোগ

নয়া জামানা, কোচবিহার : পূজোর ছুটির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের বানিয়াদহ নদী এবং আনন্দবাজারের ছড়া থেকে অবাধে বালি ও মাটি তোলার অভিযোগ উঠেছে। সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকার এই সুযোগে বালি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বাসস্তীরহাট এলাকায় নদীর বুক থেকে পাম্প ও ট্রলির সাহায্যে অবৈধভাবে বালি ও মাটি

তোলার কারবার চলছে। ভোর থেকেই ট্রলির লাগাতার যাতায়াতে যেমন থামের রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন ও পরিবেশের বিপর্যয়ের আশঙ্কা বাড়ছে। প্রতিবাদ করলে অনুমতি থাকার মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনিক নজরদারি কম থাকায় সূর্য ওঠার আগেই এই অবৈধ কাজ সেরে ফেলা হচ্ছে। শীতের মরশুম শুরু হলে আগের

এমন দৌরায়ে বাসিন্দাদের উদ্বেগ বহুগুণ বেড়েছে। এই বিষয়ে দিনহাটা-২ ব্লকের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিক অতনু ঘোষ দ্রুত খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি নদী ও পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত কড়া নজরদারি ও আইনি পদক্ষেপ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মানবিকতার অনন্য নজির, বিপদে পড়া অসহায় পরিবারের পাশে তৃণমূল নেতা আব্দুস সান্তার



মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর : রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ফের মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির গড়লেন চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার তথা সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সান্তার। সম্প্রতি পরিষায়ী শ্রমিকের মর্যাস্তিক মৃত্যু এবং অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারানো বিপর্যস্ত পরিবারগুলির হাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর্থিক সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়ে তিনি এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। জানা গিয়েছে, চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ মাসুদ আলম

জীবিকার তাগিদে পাঞ্জাবের অমৃতসরে গিয়েছিলেন। সেখানে দুর্ভাগ্যবশত এক ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক খবরে পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়েই আব্দুস সান্তার শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে ওই পরিবারের যেকোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। অন্যদিকে, ইসলামপুরের আগডিমটিখতি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগমোহা গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একাধিক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়। আশুনে ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ায়

খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাতে বাধ্য হন ক্ষতিগ্রস্তরা। এই দুঃসময়েও তাদের পাশে দাঁড়ান আব্দুস সান্তার। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে চাল, ডালসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। তাঁর এই সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ডা. মশিউরুদ্দিন। তাঁর মতে, আব্দুস সান্তার দলীয় গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছেন। এই ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দায়বদ্ধতার বার্তাই বহন করে।

চোপড়ায় ফিরল তৃণমূলের সাংগঠনিক ঐক্য, বৈঠকে হামিদুল রহমান ও আব্দুস সান্তার

নয়া জামানা, ইসলামপুর : তৃণমূলের সাংগঠনিক ঐক্য। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জল্পনা ও বিস্তারিত অবসান ঘটিয়ে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয় হলেন স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান। মঙ্গলবার চোপড়া আইটিআই কলেজ মাঠে চুটিয়াখোর অঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা গুঞ্জন তৈরি হলেও, এদিন হামিদুল স্পষ্ট জানান যে তিনি বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত বিধায়ক। সভায় বৃথস্তরে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার কড়া বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে,



চোপড়া বিধানসভার নবনিযুক্ত তৃণমূল কনভেনার আব্দুস সান্তার বিধায়কের এই প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, হামিদুল নিজের ভুল বুঝে পুনরায় দলনেত্রীর নেতৃত্বে আস্তা রেখেছেন এবং তাঁরা সকলে মিলে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনেই একযোগে কাজ করবেন। দুই নেতার এই সমঝোতামূলক বার্তায় চোপড়ার রাজনৈতিক মহলে তৃণমূলের ঐক্য ও আগামীদিনের সমীকরণ নিয়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার ৭টি মহিষ, গ্রেফতার ৩ পাচারকারী

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার : শামুকতলা রোডে পাচারের চেষ্টা বানচাল। আলিপুরদুয়ার জেলায় গবাদি পশু পাচার রুখতে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ অবৈধভাবে পরিবহনের সময় ৭টি মহিষ উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিশেষ টহলদারির সময় একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানে করে মহিষগুলি পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ তৎক্ষণাৎ সন্দেহভাজন গাড়িটিকে আটকে তল্লাশি চালায়। তবে ধৃত ব্যক্তির মহিষ পরিবহনের পক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এরপরই পুলিশ গাড়িটিসহ মহিষগুলি বাজেয়াপ্ত করে এবং তিনজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপুজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে বাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



২৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

বাঁকুড়ায় বিপুল পরিমাণে কোডিন সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, বাঁকুড়া : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাঁকুড়া থানার পুলিশ কবরডাঙ্গা এলাকায় একটি বড়সড় সাফল্য পেল। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি এসপি (ডি অ্যান্ড টি) এবং বাঁকুড়া থানার আইসির যৌথ উপস্থিতিতে অভিযুক্তের বাড়ি ও সংলগ্ন আরও দুটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তজ্জাশি চালিয়ে পুলিশ মোট ৩৭৫টি বোতল (প্রায় ৩৮,১০০ মিলিলিটার) কোডিনযুক্ত কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। এর পাশাপাশি ওই স্থান থেকে কবরডাঙ্গার অভিযুক্ত বাসিন্দার কাছ থেকে ১,৩৭৫ গ্রাম



গাঁজাও উদ্ধার করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনায় বাঁকুড়া থানায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার

অভিযোগে পুলিশ শেখ আসলাম ও শেখ রাজু নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার পেছনে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে পুলিশ তদন্ত জারি করেছে।

পুরুলিয়ায় মর্মান্তিক পরিণতি! লে লে মাছির মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন যুবক

নয়া জামানা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার পুকুরকাটা গ্রামের অদূরে জঙ্গলে লে লে মাছির চাক ভাঙতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল সম্রাট শবর (২৫) নামের এক যুবকের।

জখম হয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে মধু সংগ্রহ করতে গাছে ওঠার পরেই মাছির বাঁক চড়াও হয়। মাছির ছলে জখম হয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেও মঙ্গলবার ভোরে সম্রাটের মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে

এসেছে। খবর পেয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে মধু সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বর্তমানে জখমদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেপরোয়া গাড়ি চালানো রুখতে বলরামপুরে ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতা র্যালি

পুরুলিয়া : পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হল আড়বা-বলরামপুর ট্রাফিক গার্ড ও পুরুলিয়া জেলা ট্রাফিক পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বলরামপুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিব্রম্য করে একটি সচেতনতামূলক র্যালি। সড়ক নিরাপত্তা আমাদের সবার দায়িত্ব এই বার্তা নিয়ে র্যালিতে অংশ নেন পুলিশ আধিকারিক ও সিভিক ভলান্টিয়ারেরা। পুরনো পোস্ট অফিস মোড় ও চকবাজার হয়ে র্যালিটি শেষ হয় বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। প্রচারে হেলমেট পরে বাইক চালানো, ট্রিপল রাইডিং এড়ানো, চারচাকা গাড়িতে



সিট বেল্ট ব্যবহার এবং মদ্যপ অবস্থায় ও বেপরোয়া গতিতে গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, শহরে যানজট এড়াতে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্কিং করার

আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশের বার্তা, ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং দায়িত্বশীলভাবে যানবাহন চালানোর অভ্যাস গড়ে তুললে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

ঝোড়ো হাওয়ায় লগুভগু বেলদা-দাঁতন

পশ্চিম মেদিনীপুর : ঘূর্ণিঝড় অর্ধব-এর প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক এলাকা। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা তীব্র হাওয়ার দাপটে বেলদা ও দাঁতন সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় উপড়ে পড়ে গাছপালা। কোথাও রাষ্ট্র স্তার উপর ভেঙে পড়ে বড় গাছ, কোথাও আবার ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তার। এর জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা। আচমকা এই দুর্ঘটনা আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আকাশ কালো করে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। অল্প

সময়ের মধ্যেই তার দাপটে বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির ছবি সামনে আসে। বেলদা ও দাঁতনের শহর এবং গ্রামীণ এলাকার একাধিক রাস্তায় গাছ ও ডালপালা ভেঙে পড়ে। কোথাও কোথাও রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীরা। ঝড়ের দাপটে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ায় বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। সন্ধ্যার পরেও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে বহু বাসিন্দাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ কখন স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

কয়েকটি জায়গায় অস্থায়ী ছাউনি ও টিনের চাল উড়ে যাওয়ার খবরও মিলেছে। পাশাপাশি, ঝোড়ো হাওয়ায় এক-দুটি ছোট গাড়ি উল্টে যাওয়ার কথাও জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের প্রাণহানির কোনও খবর মেলেনি। ঝড়ের পর বিভিন্ন এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানোর অপেক্ষায় রয়েছেন বাসিন্দারা। গাছ ভেঙে পড়া ও বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় জনজীবনে দুর্ভোগ বেড়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং পরিষেবা স্বাভাবিক করতে কতটা সময় লাগবে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

অবিবাহিতদের মঙ্গলকামনার সুবর্ণরৈখিক এলাকায় আভড়াপুণেই

ঝাড়গ্রাম : যখন গোটা বাংলা লক্ষ্মী পূজায় মাতোয়ারা হয় তখন লক্ষ্মী পূজার পাশাপাশি গোটা দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা জুড়ে পালিত হয় আভড়াপুণেই। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবঙ্গালের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ করে সুবর্ণরেখার উভয় তীরে পালিত হয় আভড়াপুণেই বা অব্যুত পূর্ণিমা (অব্যুত ব্রত)। এই লৌকিক উৎসব অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য। এতে ছেলেমেয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। উৎকল সংস্কৃতি বা ওড়িশার রীতি প্রভাব এই উৎসবে লক্ষ করা যায়। ওড়িশার কুমার পূর্ণিমা-র প্রভাব এই ‘আভড়াপুণেই’ উৎসবে পরিলক্ষিত হয়। এই উৎসবে মা-ঠাকুরমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁদের অবিবাহিত সন্তানরা যাতে ভবিষ্যৎ এ ভালো জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী পায় সেই কামনা করা হয়। এদিন বাড়িতে পিঠে, পায়ের, লুচি, সুজি, ক্ষীর থেকে শুরু করে নানা নিরামিষ পদ তৈরি হয়। এদিন সারাদিন অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অনেক ক্ষেত্রে মা ভূজা বা মুড়ি খাওয়া বারণ। মুড়ি খেলে এই ব্রত বুড়ি যাওয়ার ডুবে



যাওয়া বা ডিসকন্টিউনিটি হওয়ার ভয় থাকে। এদিন স্নান করে নতুন পোশাক বা নিদেনপক্ষে নতুন রেশম (ঘুনশী) কোমরে পরতে হয়। স্নানের পরে মায়েরা, ঠাকুরমারা, দিদিমারা অবিবাহিত সন্তানের মঙ্গলকামনায় কপালে চন্দনের মঙ্গল ঢাকা পরিয়ে দেন। অনেক অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা, যাদের বয়স একটু বেশী তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কার্তিকের মতো স্বামী বা লক্ষ্মী প্রতিমার মতো স্ত্রী ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনা করেন। পাওয়ার লক্ষ্যে সারাদিন উপবাস রেখে ব্রত করেন। আবার কারো কারো মতে, চাঁদের মতো সুন্দর জীবন সঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী পাওয়া এই ব্রতের লক্ষ্য। পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হওয়ার পর এই ব্রত শেষ হয় তুলসী গাছে জল ঢেলে। ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অনেক ক্ষেত্রে মা তুলসী গাছে জল ঢালেন। তুলসী গাছে জল ঢালার প্রথা এখন নেই

বললেই চলে। এই উৎসবে ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। এই নিয়ে আগেকার দিনে মা-ঠাকুরমারা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে বলতেন, পো মেনেকার নিশ বাড়ু অর্থাৎ ছেলেদের গোঁফ বাড়ুক, আর বলতেন ‘ঝি মেনেকার আইস বাড়ু’ অর্থাৎ মেয়েদের আয় বাড়ুক। আজকের আধুনিক জীবনের ছোঁয়ায় আভড়াপুণেই এর জৌলুষ বা আচার অনেকটা ফিকে। লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. মধুপ দের আক্ষেপ, মানুষের শেকড়ের সাথে জড়িত এই উৎসবগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের হৃদয়ের সাথে যুক্ত এই লৌকিক উৎসবগুলোকে আমাদের যোভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। ঝাড়গ্রাম জেলার রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের ভূমিপুত্র, মেদিনীপুর সদরের চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়ার মতে, এই লৌকিক উৎসবগুলোর মধ্যে প্রাণের ছোঁয়া রয়েছে, এই উৎসবের ধারাকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত
দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং ছঠ পূজা উপলক্ষে

**মালদা ওয়াটার পার্কে
ধামাকা অফার**

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর 100/- টাকা

5 বছরের উপর 200/- টাকা

Follow Us:
www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



২৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের শক্তি বৃদ্ধি, ঘণ্টায় ১৪০ কিমি বেগে ঝড়ের আশঙ্কা

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় অর্ণব ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার মধ্যরাতের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়টি তীব্র আকার নিতে পারে। মঙ্গলবার আরও শক্তি সঞ্চয় করে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বাপাতলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে সেটি। এর প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টি ও ঝোড়ো হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব-মধ্য ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি সোমবার ভোরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। এরপর থেকে সেটি পশ্চিম দিকে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। সমুদ্রের উপর থেকে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করায় ঘূর্ণিঝড়টির তীব্রতা বাড়ছে। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর ইতিমধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করেছে দুই রাজ্যের প্রশাসন। ওড়িশা সরকার শূন্য প্রাণহানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। উপকূলবর্তী



এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া এবং বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীদের প্রস্তুত রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশেও বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টির নাম অর্ণব দিয়েছে বাংলাদেশ। উত্তর ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পদ্ধতি রয়েছে। সেই পদ্ধতি মেনেই সদস্য দেশগুলির প্রস্তাবিত নামের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে নাম বেছে নেওয়া হয়। অর্ণব শব্দের অর্থ সমুদ্র। এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ

২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়খামে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবারের পর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপদে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ ও শক্তির পরিবর্তনের উপরেই বাংলায় দুর্যোগের মাত্রা নির্ভর করবে। তাই আবহাওয়া দফতরের পরবর্তী পূর্বাভাসের দিকে নজর রাখার পাশাপাশি প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তোলাবাজি ও ছমকির অভিযোগ, পুলিশের জালে অভিনেত্রী উর্মিলা সানাওয়ার

প্রাক্তন বিধায়কের পরিবারকে লক্ষ্য করে সমাজমাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য, প্রাণনাশের ছমকি এবং কোটি কোটি টাকা তোলা দাবির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন অভিনেত্রী উর্মিলা সানাওয়ার। রবিবার উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হরিদ্বারের রানি পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। উত্তরাখণ্ডের জোয়ালাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুরেশ রাঠোরের মেয়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। অভিযোগে জানানো হয়েছে, উর্মিলা সমাজমাধ্যমে তাঁর পরিবারকে নিয়ে চরম আপত্তিকর ও মানহানিকর মন্তব্য পোস্ট করে পরিবারের সম্মানহানি ঘটিয়েছেন। অভিযোগকারীর দাবি, প্রথমে রবিদাস ধাম সম্পর্কিত একটি সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার দাবি তোলেন উর্মিলা। সেই দাবি মানতে অস্বীকার করায় তিনি সুরেশ রাঠোরের পরিবারকে লক্ষ্য করে সরাসরি ৫ কোটি টাকা তোলা দাবি করেন। টাকা না দিলে পরিবারের



সদস্যদের খুনের ছমকি এবং তাঁদের ছবি বিকৃত করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঝঁশিয়ারিও দেন তিনি। হরিদ্বারের নগর পুলিশ সুপার দীপক সিং জানান, ২৪ অক্টোবর এক লিখিত অভিযোগে জানানো হয় যে, অভিযুক্ত সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট করেছেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে প্রথমে সম্পত্তি এবং পরবর্তীতে ৫ কোটি টাকা দাবি করে প্রাণনাশের ছমকি দেন। রানিপুর

থানার পুলিশ সাহারানপুরের বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে হরিদ্বারে নিয়ে আসে। আদালত তাঁকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং নারীদের অশালীন উপস্থাপন (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে মামলা রুজু করে তদন্ত চলেছে।

বিরোধীদের মিথ্যা বয়ানের জবাব দিতে মাঠে বিজেপি যুব মোর্চা,

দেশজুড়ে শুরু 'নৈরাজ্য হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও' অভিযান

ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ প্রক্রিয়া (এসআইআর) নিয়ে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলির লাগাতার প্রতিবাদের পালটা রাজনৈতিক কৌশল নিল বিজেপি। যুবসমাজকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধীদের 'ভুল ও বিভ্রান্তিকর বয়ান' ভোঁতা করতে রবিবার দেশজুড়ে 'নৈরাজ্য হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও' শীর্ষক এক বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম)।



ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ প্রক্রিয়া (এসআইআর) নিয়ে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলির লাগাতার প্রতিবাদের পালটা রাজনৈতিক কৌশল নিল বিজেপি।

আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই দেশব্যাপী সচেতনতামূলক অভিযান চলবে। অভিযানের সূচনা উপলক্ষে দেশের ৬০০টিরও বেশি জায়গায় 'যুবসমাজের সাথে মন কি বাত' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি তরুণ পেশাদার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার ভাষণ শোনে এবং পরে জাতীয় উন্নয়ন ও নাগরিক কর্তব্য নিয়ে মতবিনিময় করেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে প্রত্যক্ষ জনসংযোগের পাশাপাশি ১০০টিরও বেশি 'বিকশিত ভারত যুব সংলাপ' টাউন হল সভার আয়োজন করা হচ্ছে। উদ্বোধনী দিনে গুজরাতের ভদোদরা, মহারাষ্ট্রের ধুলে এবং হরিয়ানার রোহতাকে আয়োজিত সমাবেশে হাজার হাজার পড়ুয়া, গবেষক ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী অংশ নেন। বিজেপির জারি করা

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ নিবিড় সমীক্ষাকে (এসআইআর) ঘিরে তৈরি করা ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই এই আলোচনার মূল লক্ষ্য। বাস্তব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা এবং সরাসরি জনসংযোগের মাধ্যমে বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের মোকাবিলা করা হবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক বোধ গড়ে তোলা হবে। ভদোদরায় যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি ড. হেমাদ্র জোশী বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সচেতন, দায়িত্বশীল ও তথ্যসমৃদ্ধ তরুণ

প্রজন্মের ওপর। বিজেপির 'নৈরাজ্য হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও' অভিযানের আওতায় বিজেওয়াইএম বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও সমাজ স্তরে পৌঁছাতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে তথ্য দিয়ে যুবসমাজের উদ্বেগের সমাধান করা যায় এবং অর্থহীন আলোচনার মাধ্যমে অপপ্রচার রোধা সম্ভব হয়। রোহতকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ২০২৬ এশিয়ান গেমসে সোনারজয়ী কবাডি তারকা অয়ন লোহচাব ও আশু মালিক। বিজেওয়াইএম-এর লক্ষ্য, বিরোধীদের রাজনৈতিক বয়ান খণ্ডন করে তরুণ প্রজন্মকে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

স্বদেশি অস্ত্রে জোর, সেনার ঝুলিতে সোয়া দু'লক্ষ কোটির অস্ত্র কেনার ছাড়পত্র

দেশের তিন বাহিনীকে আরও আধুনিক ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে একলপ্তে প্রায় সোয়া দু'লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা কেনাকাটায় সিলমোহর দিল কেন্দ্র। সোমবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পর্যদের (ডিএসি) বৈঠকে এই মেগা বরাদ্দে প্রশাসনিক সম্মতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, মোট প্রস্তাবিত খরচের প্রায় ৮২ শতাংশ সামগ্রী কেনা হবে দেশীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির কাছ থেকেই। অর্থাৎ, সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র পালেও বড়সড় হাওয়া লাগল। সীমান্তে শত্রুর মোকাবিলায় স্থলসেনার জন্য আনা হচ্ছে আধুনিক সাঁজোয়া গাড়ি, স্বচালিত কামান এবং আগ্নেয়াস্ত্রের অবস্থান চিহ্নিত করার উন্নত প্রযুক্তি। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় দ্রুত গতিবিধি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই ব্যবস্থাগুলি সেনার



মারক ক্ষমতা অনেকটাই বাড়াবে। সেনার বহরে যুক্ত হচ্ছে দূরপাল্লার কামিকাজে ড্রোন, চালকহীন নজরদারি যান এবং আকাশসীমা রক্ষার প্রতিরোধক ব্যবস্থা। শত্রুর নজরদারি ড্রোন নিমেষে ধ্বংস করার প্রযুক্তি ট্যাংক বহরের নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করবে। প্রতিরক্ষা পর্যদ সেনা ও বায়ুসেনার যৌথ ব্যবহারের জন্য আধুনিক বহুমুখী হালকা হেলিকপ্টার কেনার প্রস্তাবেও

সম্মতি দিয়েছে। গোয়েন্দা নজরদারি, দুর্গম যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সেনা পৌঁছানো থেকে শুরু করে দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযানে এই চপারগুলি কাজে লাগানো হবে। সমুদ্রে নিজেদের আধিপত্য বাড়াতে কোমর বাঁধছে নৌবাহিনীও। আধুনিক জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রকে বিভ্রান্ত ও অকেজো করতে যুদ্ধজাহাজে বসানো হবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডিকয় প্রযুক্তি।



কেরিয়ার জুড়ে দুরারোগ্য ব্যাধির লড়াই
গোপন রেখেছিলেন উসমান খোয়াজা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কয়েক মাস পর এক চাঞ্চল্যকর সত্য প্রকাশ্যে আনলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার উসমান খোয়াজ। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ার জুড়ে তিনি রিউমটাইডে আর্থিটিসের মতো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হাড়ের সংযোগস্থলের রোগে ভুগেছেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে এই রোগ ধরা পড়ার পরও নিজের কেরিয়ারের স্বার্থে সতীর্থদের থেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন সেই লড়াইয়ের কথা। খোয়াজ জানান, চিকিৎসক ও কোচিং স্টাফেরা তাঁর রোগের বিষয়ে জানলেও সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নার কিংবা মাইকেল হাসির মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

কোনো বিশেষ সুবিধা যাতে না নিতে হয় বা রোগটিকে যাতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা যায়, সে কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি সত্যিই ভেবেছিলাম আমি মারা যাচ্ছি। যে প্রতিযোগী অ্যাথলিট পেশাদার ক্রিকেট খেলছিল, সে শৌচাগার পর্যন্ত ১০ মিটার হাঁটার



ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। ক্ষমতা
পরবর্তীতে নিয়মিত একটি বিশেষ
ইনজেকশনের সাহায্যে তিনি সুস্থ
হয়ে ওঠেন এবং নিজের স্বপ্ন পূরণ
করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ক্ষমতাও
ওষুধ ছাড়া আমি আর কখনোই
ক্রিকেট খেলতে পারতাম না বা
স্বাভাবিক জীবনও কাটাতে পারতাম
না। ক্ষমতা শিগগিরই প্রকাশিত হতে চলা
তাঁর আত্মজীবনী 'সবর'-এ এই কঠিন
লড়াইয়ের বিখ্যাত বিবরণ তুলে
ধরেছেন। বিশোজা। এই সত্য
প্রকাশের মাধ্যমে তিনি অন্যান্য

আব্রাহ্ম ব্যক্তিদের মনে আশা ও অনুপ্রেরণা জোগাতে চান। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পাকিস্তান-বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার হিসেবে ৮৮টি টেস্ট খেলা খোয়াজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬টি শতরানসহ মোট ৬,২২৯ রান সংগ্রহ করেছেন। বহুবীর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরও বারবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩৫ বছর বয়সেও অ্যাশেজ টেস্টের উভয় ইনিংসে শতরান হাکیয়ে ইতিহাস তের করেছিলেন তিনি।

খেতাবি লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে আরসিবি,
লক্ষ্য দেশীয় মিডল-অর্ডার

উইমেল প্রিমিয়ার লিগে নিজদের খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামার আগে ২৮ অক্টোবরের মিনি নিলামকে পাখির চোখ করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেসাল্লুর (আরসিবি)। গতবারের বিজয়ী দলটি ইতিমধ্যে তাদের ১৩ জন মূল ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে। হাতে থাকা ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার সীমিত বাজেট নিয়ে এবার নিলাম টেবিলে সর্বাধিক পাঁচজন ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে স্মৃতি মন্ডানার দলের, যার মধ্যে সর্বোচ্চ দু'জন বিদেশি হতে পারেন।

স্মৃতি মন্ডনা, জর্জিয়া ভল, রিচা ঘোষ এবং চোট সারিয়ে দলে ফেরা এলিস পেরির উপস্থিতিতে দলের শীর্ষ সারির ব্যাটিং এবং বোলিং বিভাগ যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। তবে ব্যাটিং অর্ডারের চার বা পাঁচ নম্বরে একজন নির্ভরযোগ্য ভারতীয় ব্যাটারের অভাব মেটানোই আরসিবির প্রধান অগ্রাধিকার হতে চলেছে। এই খায়গায় ৩০ লক্ষ টাকার ভিত্তিমূল্যে থাকা তেজল হাসবরনিস হতে পাউনে আদর্শ বিকল্প; যিনি সম্প্রতি



অনুধৰ্ণ-২৩ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ ফাইনালে অপরাজিত ৫১ রানের ইনিংস খেলে নজর কেড়েছিলেন। তিনি বেশি দামে চলে গেলে বিকল্প হিসেবে বৃন্দা দীনেশ কিংবা পূর্বতন আসিসিবি ক্রিকেটার গৌতমী নায়কের ওপর বাজি ধরতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। পাশাপাশি প্রথম ছয় ওভারের ফায়দা তুলতে অভিজ্ঞ অজি মারকুটে ক্রিকেটার থ্রেসে হারিসকে পুনরায় নেওয়ার চিন্তা

থাকলেও তাঁর পেছনে বড় অঙ্ক খরচ না করার কৌশল নেওয়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে টেস ফ্লিন্টফ বা চার্লি নট নজরে থাকতে পারেন। বার্কি শূন্যস্থান পূরণে ভবিষ্যতের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ তারকা গংগাদি তুষা, স্কটল্যান্ডের ক্যাথরিন ব্রাইস এবং ঘরোয়া পেসার শবনম শাকিলের মতো প্রতিভাদের দিকেই নজর রাখবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

২০২৯ সিনিয়র ভারোত্তোলন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক ভারত

আসর বসছে আমেদাবাদে

ক্রীড়াঙ্গতে ভারতের মুকুটে যুক্ত হলো আরও এক নতুন পালক। এই প্রথমবার সিনিয়র পর্যায়ের ভারোগোলন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল ভারত রবিবার চিনের নিংবো শহরে আন্তর্জাতিক ভারোগোলন ফেডারেশনের (আইডব্লিউএফ) কার্যনির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ২০২৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে গুজরাতের আমেদাবাদে। আইডব্লিউএফ-এর সাধারণ সম্পাদক হোসে কুইনোনেস ভেটাভুটির পর জানান, আমাদের কাছে জমা পড়া প্রতিটি দেশের আবেদনই চমৎকার ছিল এবং আমরা নিশ্চিত যে স্ব-স্ব দেশে এই চ্যাম্পিয়নশিপ অত্যন্ত সফল হবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কসোভো, ভেনেজুয়েলা এবং ভারত; এই চারটির মধ্যে তিনটি দেশই ইতিহাসে প্রথমবার আইডব্লিউএফ-এর কোনো বিশ্ব পর্যায়ের আসর আয়োজন করতে চলেছে। মূল বৈঠকে ২০২৮ যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কসোভোর প্রিস্টিনাকে, জর্নিয়রদের আসর ভেনেজুয়েলার

কারাকাসে এবং ২০৩০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ মস্কোয় আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশনের (আইডব্লিউএলএফ) সভাপতি সুহদেব যাদব এই প্রাপ্তির পেছনে সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফ্লুমকমনওয়েলথ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ দেশের জন্য এক বড় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

আয়োজিত হওয়ায় আমাদের
ভারোত্তোলকদের যোগ্যতা অর্জনের
ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা মিলবে। ঘরের
মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা কাজে
লাগিয়ে আরও বেশি সংখ্যক
ভারতীয় ভারোত্তোলক মূল
প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে
পারবেন। ২০২৫ সালে
আমেদাবাদের নরনপুরা স্পোর্টস
কমপ্লেক্সে কমনওয়েলথ

ক্রীড়াঙ্গগতে ভারতের মুকুটে যুক্ত হলো আরও এক নতুন পালক। এই প্রথমবার সিনিয়র পর্যায়ের ভারোত্তোলন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল ভারত। রবিবার চিনের নিংবো শহরে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের (আইডব্লিউএফ) কার্যনির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ২০২৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনর্ধ্বে হবে গুজরাতের আমেদাবাদে।

সেই সাফল্যই আন্তর্জাতিক সংস্থাকে
ভারতের ওপর আস্থা রাখতে
অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আরও
জানান, ২০৩০ সালের
কমনওয়েলথ গেমসের এক বছর
আগে এই বিশ্ব প্রতিযোগিতা

ভারোত্তোলন এবং ২০২৬ সালের
মে মাসে গান্ধীনগরে এশীয় সিনিয়র
আসর নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার
অভিজ্ঞতাই ভারতকে এই
ঐতিহাসিক অধিকার এনে দিল।

হাসি-বিদায় চেন্নাইয়ে, জাহিরের ডেপুটি হয়ে এলেন ব্যাটি



ব্যর্থতার ধাক্কা কাটিয়ে নতুন মরসুমের আগে চেমাই সুপার কিংসের অন্দরমহলে বাড়াই-বাছাই অব্যাহত। এ বার দীর্ঘদিনের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করল পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা। সোমবার সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে হাসির অবদানের কথা স্মরণ করে হলুদ শিবির জানিয়েছে, খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে ত্রাণধরজিতে তাঁর স্থান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২০০৮ সালের উদ্বোধনী মরসুম থেকেই চেমাই শিবিরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁ-হাতি ব্যাটার। খেলোয়াড় হিসেবে ছ'টি মরসুম কাটিয়ে ২০১৮ সাল থেকে তিনি দলের ব্যাটিং প্রশিক্ষকের

দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। হাসির পাশাপাশি বিদায় জানানো হয়েছে বোলিং কোচ এরিক সিমসকেও। তাঁর জায়গায় আগেই দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার মোহিত শর্মা।

বাদ পড়েছেন সহকারী কোচ রাজীব কুমার, ফিল্ডিং কোচ জেমস ফস্টার এবং দলের ফিজিও টমি সিমসকেও। ২০২৩ সালের খেতাব জয়ের পর গত তিন মরসুমে যথাক্রমে পঞ্চম, দশম ও ষষ্ঠম স্থানে শেষ করার পরেই আমূল বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় সীএসকে কর্তৃপক্ষ। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্ব নিতে আগেই প্রধান কোচের পদ ছেড়েছিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। তাঁর জুতায় পা গলিয়েছেন জাহির খান। সোমবার

জাহিরের সহকারী হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার গ্যারেথ ব্যাটিকে নিযুক্ত করেছে মোমাই। উস্টারশায়ারে কাউন্টি খেলার সুবাদে ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসার জাহিরকে বেশ কাছ থেকেই চেনেন।

উপপঞ্চাশ বছর বয়সি এই ব্রিটিশ কোচ। সাম্প্রতিক অতীতে কোচ হিসেবে নজর কেড়েছেন ব্যাটি; তাঁর প্রশিক্ষণে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত টানা তিন বার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতেছিল সারে। এ বার ভারতীয় ক্রিকেট মহলের চেনা জাহির এবং কাউন্টির সফল ব্যাটি জুটির হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ানোর নীল নকশা আঁকছে মোমাই।